Time Taken

00:00

Mark Gained

1.বিপরীতার্থ 'পরা' উপসর্গযুক্ত শব্দ কোনটি?

a. পরাকাষ্ঠা

b. পরাক্রান্ত

c. পরাভব

d. পরায়ণ

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: পরাভব।

বিপরীতার্থে 'পরা' উপসর্গ যুক্ত শব্দ = পরাভব, পরাজয়, পরাধীন, পরাহত।
অতিশয্য অর্থে 'পরা' উপসর্গ যুক্ত শব্দ = পরাকাষ্ঠা, পরাক্রান্ত, পরায়ণ, পরাক্রম।

2.'বিদীর্ণ দর্পণে মুখ' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?

a. শামসুর রহমান

b. আবুল হাসান

c. আহসান হাবীব

d. রফিক আজাদ

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: আহসান হাবীব।

'বিদীর্ণ দর্পণে মুখ' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা আহসান হাবীব।

আহসান হাবীব রচিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ -
- রাত্রিশেষ (প্রথম প্রকাশিত)
- মেঘ বলে চৈত্রে যাবো
- দু'হাতে দুই আদিম পাথর
- সারা দুপুর (মতান্তরে তার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ)
- ছায়া হরিণ

তার উপন্যাস -
- অরণ্যে নীলিমা
- রানী খালের সাঁকো

3.'শনিবারের চিঠি' কি ধরনের সাহিত্য পত্রিকা?

a. মন্তব্যধর্মী

b. নীতিকথা

c. হাস্যরসাত্মক

d. তথ্য সমৃদ্ধ

Show Answer Show Explanation

Explanation: উত্তর: হাস্যরসাত্মক।

শনিবারের চিঠি পত্রিকা:
- শনিবারের চিঠি স্যাটায়ার ধর্মী সাহিত্যিক পত্রিকা। প্রথম দিকে এটি সাপ্তাহিক পরে মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়।
- এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হাস্য কৌতুকের মাধ্যমে সমসাময়িক সাহিত্য-চর্চাকে আক্রমণ করা।
- প্রথম প্রকাশিত হয় - ১৯২৪ সালে।
- পত্রিকাটি ১৯৩০ - ৪০ এর দশকে কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের জগতে বেশ আলোড়ন তুলেছিলো। এই পত্রিকার সঙ্গে কল্লোল গোষ্ঠীর দ্বন্দ ছিলো আক্রমণাত্মক; তবে তৎকালীন সাহিত্যকে বিশেষভাবে পত্রিকাটি অনুপ্রাণিত করেছিল।
- পত্রিকার প্রাণপুরুষ ছিলেন - সজনীকান্ত দাস। তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পত্রিকাটির প্রকাশনার সাথে জড়িত ছিলেন। এছাড়া তিনি দীর্ঘদিন পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন।

- উল্লেখ্য, পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন - যোগানন্দ দাস। এছাড়াও, নীরদ চন্দ্র চৌধুরীও এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

- শনিবারের চিঠির প্রায় সব রচনা বেনামে প্রকাশিত হয়েছে।
- লেখকদের মধ্যে উলেখযোগ্য ছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টপাধ্যায়, অশোক চট্টপাধ্যায়, সুবিমল রায়, মোহিতলাল মজুমদার, সজনীকান্ত দাস, যোগানন্দ দাস, নীরদচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ।

4.'হেলায় সুযোগ হারিও না' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

a. অপাদানে ৭মী

b. করণে ৭মী

c. কর্মকারকে ৭মী

d. অধিকরণে ৭মী

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: করণে ৭মী।

করণ কারক
- যার দ্বারা বা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে করণ কারক বলে।
- 'করণ' শব্দের অর্থ উপায় বা সহায়।
- বাক্যের ক্রিয়াপদকে 'কার দ্বারা' বা 'কী উপায়ে' জিজ্ঞাসা করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তা-ই করণ কারক।
- করণ কারকে সাধারণত দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি তৃতীয়া বিভক্তির (অনুসর্গের) ব্যবহার হয়।
- আবার, এ, য়, তে বা সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ ঘটে।

হেলায় সুযোগ হারিও না = এখানে হেলায় করণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি।

5.'অভয়া' চরিত্রটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোন উপন্যাসে রয়েছে?

a. পল্লী সমাজ

b. শ্রীকান্ত

c. চন্দ্রনাথ

d. পথের দাবী

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: শ্রীকান্ত।

'অভয়া' চরিত্রটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত উপন্যাসে রয়েছে।

এই উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র - ইন্দ্রনাথ, রাজলক্ষ্মী, অভয়া, গহর প্রমুখ।

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের চরিত্র - রমা, রমেশ, বললাম, বেণী।
'পথের দাবী' উপন্যাসের চরিত্র ভারতী, সব্যসাচী ওরফে ডাক্তার সাহেব।

6.'আছ তুমি জগৎ মাঝারে'- এখানে 'মাঝারে' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

a. ব্যাপ্তি

b. সঙ্গে

c. মধ্যে

d. সবকটি

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: ব্যাপ্তি।

'আছ তুমি প্রভু, জগৎ মাঝারে।'- 'মাঝারে' অনুসর্গটি 'ব্যাপ্তি' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্যদিকে,
'সীমার মাঝে অসীম তুমি।'- এখানে 'মাঝে' অনুসর্গটি 'মধ্যে' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
'এ দেশের মাঝে একদিন সব ছিল।' - এখানে 'মাঝে' অনুসর্গটি 'একদেশিক' অর্থে' ব্যবহৃত হয়েছে।
'নিমেষ মাঝেই সব শেষ।- 'মাঝে' অনুসর্গটি 'ক্ষণকাল' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

7.'যার ঋণ আছে' এর এক কথায় প্রকাশ কি হবে?

a. ঋণী

b. অধমর্ণ

c. খাতক

d. সবকটি

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: সবকটি।

'যার ঋণ আছে' এর এক কথায় প্রকাশ: ঋণী, অধমর্ণ, খাতক।

কারণ,
'খাতক' শব্দের অর্থ: ঋণী, দেনাদার।
অধমর্ণ' শব্দের অর্থ: দেনাদার, ঋণগ্রহীতা।

8.সাদাটে হলুদ বর্ণকে কী বলা হয়?

a. হলাদটে

b. ফিকে

c. পাণ্ডুর

d. বাসন্তি

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: পাণ্ডুর।

'সাদাটে হলুদ বর্ণকে' এক কথায় বলে 'পাণ্ডুর'।

অন্যদিকে,
'ফিকে' শব্দের অর্থ : অনুজ্জল; ফেকাসে; হালকা।
'বাসন্তি' শব্দের অর্থ : বসন্ত ঋতু সম্বন্ধীয়; বসন্তকালীন।

9.ঈশ্বরচন্দ্রকে কোন প্রতিষ্ঠান 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রদান করে?

a. সংস্কৃত কলেজ

b. প্রেসিডেন্সি কলেজ

c. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

d. বিদ্যাসাগর কলেজ

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: সংস্কৃত কলেজ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর:
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৮৩৯ সালে সংস্কৃত কলেজ ঈশ্বরচন্দ্রকে ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি প্রদান করে।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা' নামেও স্বাক্ষর করতেন।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। তিনি প্রথম গদ্যে যতিচিহ বা বিরামচিহ্নের ব্যবহার শুরু করেন।
- তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭)। এই গ্রন্থে তিনি প্রথম যতি বা বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করেন।

10.'আবির্ভাব' শব্দটি গঠিত হয়েছে-

a. প্রত্যয় দ্বারা

b. উপসর্গ দ্বারা

c. সন্ধি দ্বারা

d. বিভক্তি দ্বারা

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: সন্ধি দ্বারা।

আবির্ভাব' শব্দটি গঠিত হয়েছে- সন্ধি দ্বারা।

• 'আবির্ভাব' শব্দের অর্থ:
- উদয়; প্রকাশ,
- অধিষ্ঠান; অবতরণ।

• 'আবির্ভাব' এর সন্ধি বিচ্ছেদ আবিঃ+ভাব।

11.'ভূপতি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর কোন গল্পের চরিত্র?

a. নষ্টনীড়

b. একরাত্রি

c. অতিথি

d. পোস্টমাস্টার

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: নষ্টনীড়।

'ভূপতি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নষ্টনীড়' ছোটগল্পের চরিত্র।

• 'নষ্টনীড়' ছোটগল্প সম্পর্কিত তথ্য:
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নষ্টনীড়' ছোট গল্পের চরিত্র 'চারুলতা'।
- এর অন্য দুটি চরিত্র - অমল, ভূপতি।
- গল্পটি ১৯০১ সালে রচিত ও প্রকাশিত। এই ছোটগল্পের উপর ভিত্তি করে প্রখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায় ১৯৬৪ সালের চারুলতা নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মান করেন।
- এই ছোটগল্পে একজন নিসঙ্গ নারীর কথা তুলে ধরা হয়েছে।

আরো কিছু উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পের চরিত্র:
- তাঁর 'সমাপ্তি' ছোটগল্পের চরিত্র 'মৃন্ময়ী'।
- তাঁর 'শাস্তি' ছোটগল্পের নায়িকা 'চন্দরা'।
- তাঁর 'একরাত্রি' ছোটগল্পের চরিত্র 'সুরবালা'।
- পোস্টমাস্টার গল্পের চরিত্র হলো 'রতন'।

12.'কিশলয়' শব্দের অর্থ কী?

a. গাছের নতুন পাতা

b. নবচিন্তা

c. বিধান কর্তা

d. বিদ্যাশিক্ষার স্থান

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: গাছের নতুন পাতা।

বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে,
'কিশলয়' শব্দের অর্থ:
- 'গাছের নতুন পাতা',
- কচি পাতা,
- কচি পাতাযুক্ত গাছের ডাল'।

13.'পানসি' কোন বিদেশি ভাষা থেকে বাংলা ভাষাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে?

a. ইংরেজি

b. ফরাসি

c. তুর্কি

d. ফারসি

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: ফরাসি।

বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে,
'পানসি' ফরাসি ভাষা থেকে আগত শব্দ।

• 'পানসি' শব্দের অর্থ:
- এক প্রকার ছই-ঢাকা ছোট নৌকা।

14.'পানের ব্যবসায়ী' এক কথায় প্রকাশ কি হবে?

a. প্যাটাল

b. পাটেশ্বরী

c. পাটোয়ারী

d. বারুই

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: বারুই।

পাটেশ্বরী(বিশেষ্য)
- {(তৎসম বা সংস্কৃত)
- প্রকৃত প্রত্যয় = পাট+ঈশ্বরী}
• অর্থ : প্রধান মহিষী; রাজার মূখ্য পত্নী; পাটরানী; পট্টমহিষী।

• বারুই, বারই (বিশেষ্য)
অর্থ : পেশাজীবী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ, যারা পান উৎপাদন ও বিক্রয় করে।

• পাটোয়ারি
- হিন্দি শব্দ
অর্থ: লাভলোকসান সম্পর্কে অতিশয় মনোভাবসম্পন্ন; খাজনা আদায় করা যার পেশা।

15.‘ধুয়া ধরা' বাগধারার প্রকৃত অর্থ কি?

a. বৃথা চেষ্টা করা

b. বজায় থাকা

c. বাজে অভ্যাস ধরা

d. আবদার বা ছুতো করা

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: আবদার বা ছুতো করা।

ধুয়া
[ধুয়া, ধূয়া, ধুয়ো](বিশেষ্য)
অর্থ:
১ গানের যে অংশ দোহারগণ বার বার গায়; chorus (গানের ধুয়া)।
২ (আলঙ্কারিক) যে উক্তি বার বার করা হয় (তাদের একই ধুয়া)।
৩ আবদার; ছল; ছুতা (ধুয়া ধরা)।
ধুয়া তোলা (ক্রিয়া) ছল করা; অছিলা করা।
ধুয়া ধরা (ক্রিয়া) ধুয়া তোলা; গানের ধুয়া ধরা।

16.'ছার' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?

a. অধম

b. পোকা বিশেষ

c. ত্যাগ

d. প্রহর

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: অধম।

ছার
- সংস্কৃত শব্দ
অর্থ: অধম, উৎসন্ন, অসার, হেয়, নগন্য ব্যক্তি।

17.‘মেঘ বলে চৈত্রে যাবো'- কি জাতীয় রচনা?

a. উপন্যাস

b. নাটক

c. সম্পাদনা

d. কাব্যগ্রন্থ

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: কাব্যগ্রন্থ।

আহসান হাবিব মূলত কবি ও সাংবাদিক ছিলেন।
- 'মেঘ বলে চৈত্রে যাব' তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ।

তাঁর রচিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ-
- রাত্রিশেষ (প্রথম প্রকাশিত),
- ছায়া হরিণ,
- সারা দুপুর,
- আশায় বসতি,
- দুই হাতে দুই আদিম পাথর,
- প্রেমের কবিতা,
- বিদীর্ণ দর্পণে মুখ ইত্যাদি।

- অরণ্যে নীলিমা, রানী খালের সাঁকো তাঁর রচিত উপন্যাস।

18.‘ছেলেটি গোল্লায় গেছে।'- এ বাক্যের ক্রিয়া পদ কোনটি?

a. মিশ্র ক্রিয়া

b. যৌগিক ক্রিয়া

c. দ্বিকর্মক ক্রিয়া

d. প্রযোজক ক্রিয়া

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: মিশ্র ক্রিয়া।

মিশ্র ক্রিয়া:
বিশেষ্য, বিশেষণ ও ঋনাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে ক, হ, দে, পা, যা, কাট, গা, ছাড়, ধ, মার প্রভৃতি ধাতুযোগে গঠিত ক্রিয়াপদ বিশেষ বিশেষ অর্থে মিশ্র ক্রিয়া গঠন করে। যেমন-
বিশেষ্যের পরে: আমরা তাজমহল দর্শন করলাম। ছেলেটি গোল্লায় গেছে। (এখন গোল্লায় যাও)
বিশেষণের পরে: তোমাকে দেখে বিশেষ প্রীত হলাম।
ঋনাত্মক অব্যয়ের পরে: মাথা ঝিম ঝিম্ করছে। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে।

19.‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'- কে বলেছেন?

a. চণ্ডীদাস

b. বিদ্যাপতি

c. রামকৃষ্ণ পরমহংস

d. বিবেকানন্দ

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: চণ্ডীদাস।

চন্ডীদাসের বিখ্যাত উক্তি:
- 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'
- 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।',
- 'সখি কেমনে ধরিব হিয়া, আমার বধূয়া আনবাড়ী যায় আমার আঙিনা দিয়া।'

20.'মাগো ভাবনা কেন' গানটির গীতিকার কে?

a. আপেল মাহমুদ

b. গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

c. আব্দুল গাফফার চৌধুরী

d. গাজী মাজহারুল আনোয়ার

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশ নামের জাতিরাষ্ট্রের স্বাপ্নিকদের দুটি গান যেমন অশেষ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নয় মাস ধরে, তারপরও এবং এখনও, সেই দুটি গানের একটি:

• ‘শোনো একটি মুজিবরের থেকে/ লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি/ আকাশে-বাতাসে ওঠে রণি:/ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ’।

অন্যটি -

•‘মা গো ভাবনা কেন/ আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে/ তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি/ তোমার ভয় নেই মা আমরা/ প্রতিবাদ করতে জানি।’

• এই গান দুটির রচয়িতা বিখ্যাত গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। তাঁকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর তাঁর গানও হৃদয় মথিত করেছিল একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা আর মুক্তিকামী বাঙালিদের। শুধু তখনই নয়, ৪৭ বছর ধরে একই মহিমায় শত সহস্র মুখে গাওয়া হচ্ছে এই গান। হয়ে উঠেছে কালজয়ী।

• প্রথম গানটি তিনি লিখেছিলেন একটা চায়ের দোকানে বসে। লেখার পর কাগজটি তুলে দিয়েছিলেন সুরকার অংশুমান রায়ের হাতে। গানটি পেয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুর করে ফেলেছিলেন অংশুমান রায়। সুর শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। তিনি গৌরীপ্রসন্নকে বলেছিলেন, 'দাদা, এ গান আমিই গাইব।' গানটি প্রচারিত হয় ১৯৭১ সালের একেবারে শুরুতেই, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে।

21.'নীলদর্পণ' নাটকটির মূল বিষয়বস্তু কী?

a. ভাষা আন্দোলন

b. নীলকরদের অত্যাচার

c. অসহযোগ আন্দোলন

d. তেভাগা আন্দোলন

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: নীলকরদের অত্যাচার।

- দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক বেনামীতে মুদ্রিত 'নীলদর্পণ' (১৮৬০)।
- এই নাটকে এদেশে নীলকরদের অত্যাচারের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।
- নাটকটির নাম ছিল 'নীলদর্পণম নাঠকম' এবং বিজ্ঞপ্তিটি ছিল:'নীলকর-বিষধর-দংশনকাতর-প্রজা নিকর-ক্ষেমঙ্করেণ কেনাচৎ পথিকেনাভি প্রণীতম।'
- নাটকে নাট্যকারের নাম ছিল না।
- অনুমান করা হয় এটি ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন।
- অনুবাদের প্রকাশক হিসেবে নাম থাকায় পাদ্রী রেভারেন্ড লং রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল।

22.কোনটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গল্প?

a. পদ্মরাগ

b. পদ্মপুরাণ

c. পদ্মগোখরা

d. সবকটি

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: পদ্মগোখরা।

‘পদ্মগোখরা’ কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গল্প। 'পদ্মগোখরা' গল্পটি 'শিউলিমালা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত।
- 'পদ্মগোখরা', 'জিনের বাদশা', 'অগ্নি-গিরি', 'শিউলিমালা' গল্পের সমন্বয়ে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ পায় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের কার্তিকে (১৯৩১)।

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ
- 'ব্যাথার দান'
- 'রিক্তের বেদন'
- 'শিউলিমালা'

কাজী নজরুল ইসলাম(১৮৯৯-১৯৭৬):
• তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ব্যাথার দান (১৯২২)।
• তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী প্রকাশিত হয় 'সওগাত' পত্রিকায় ।
• তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা মুক্তি প্রকাশিত হয় 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য' পত্রিকায়।
• তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ অগ্নী-বীণা।
• তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস বাঁধন হারা ।
• তাঁর প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ তুর্কি মহিলার ঘোমটা খোলা ।
• তাঁর প্রথম প্রকাশিত নাটক ঝিলিমিলি।

23.'বদমেজাজী' শব্দে 'বদ' কোন ধরনের উপসর্গ?

a. বাংলা

b. ফারসি

c. আরবী

d. হিন্দি

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: ফারসি।

বিদেশি উপসর্গ:
আরবি, ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি এসব ভাষার বহু শব্দ দীর্ঘকাল ধরে বাংলা ভাষায় প্রচলিত আছে।
এছাড়া কিছু বিদেশি উপসর্গও বাংলায় চালু আছে।

• বিদেশি উপসর্গ অনির্দিষ্ট বা অনির্ণেয়।
যেমন:
- আরবি উপসর্গ: আম, খাস, লা, গর, বাজে এবং খয়ের।

- ফারসি উপসর্গ: কার, দর, না, নিম, ফি, বদ, বে, বর, ব, কম।
- উর্দু- হিন্দি উপসর্গ: হর।
- ইংরেজি উপসর্গ: হেড, সাব, ফুল, হাফ।

24.নিচের কোনটি বিশ শতকের পত্রিকা?

a. তত্ত্ববোধিনী

b. শনিবারের চিঠি

c. সংবাদ প্রভাকর

d. সবকটি

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: শনিবারের চিঠি।

শনিবারের চিঠি পত্রিকা:
- শনিবারের চিঠি স্যাটায়ার ধর্মী সাহিত্যিক পত্রিকা। প্রথম দিকে এটি সাপ্তাহিক পরে মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়।
- এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হাস্য কৌতুকের মাধ্যমে সমসাময়িক সাহিত্য-চর্চাকে আক্রমণ করা।
- প্রথম প্রকাশিত হয় - ১৯২৪ সালে।
- পত্রিকাটি ১৯৩০ - ৪০ এর দশকে কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের জগতে বেশ আলোড়ন তুলেছিলো। এই পত্রিকার সঙ্গে কল্লোল গোষ্ঠীর দ্বন্দ ছিলো আক্রমণাত্মক; তবে তৎকালীন সাহিত্যকে বিশেষভাবে পত্রিকাটি অনুপ্রাণিত করেছিল।
- পত্রিকার প্রাণপুরুষ ছিলেন - সজনীকান্ত দাস। তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পত্রিকাটির প্রকাশনার সাথে জড়িত ছিলেন। এছাড়া তিনি দীর্ঘদিন পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন।

• 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা:
- তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র।
- ১৮৪৩ সালের ১৬ আগস্ট দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ও অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।
- এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

• 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা:
- 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
- তিনি ১৮৩১ সালে সংবাদ প্রভাকর (সাপ্তাহিক) পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন।
- ১৮৩৯ সাল থেকে এটি দৈনিক পত্রিকায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে,
- শনিবারের চিঠি পত্রিকাটি বিশ শতকে প্রকাশিত হয়।

- অন্যদিকে,

তত্ত্ববোধিনী ও সংবাদ প্রভাকর - উনিশ শতকের পত্রিকা।

25.'তিতাস একটি নদীর নাম', বাক্যে 'নদী' কোন প্রকার বিশেষ্য?

a. জাতি বাচক

b. নাম বাচক

c. বস্তু বাচক

d. সমষ্টি বাচক

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: জাতি বাচক।

⇒ 'তিতাস একটি নদীর নাম।'- বাক্যে ব্যবহৃত 'নদী' জাতিবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ।

• বিশেষ্য পদ:
কোনো কিছুর নামকে বিশেষ্য পদ বলে। বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝানো হয়, তাকে বিশেষ্য পদ বলে।
- বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগ বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার। যথা-

১. সংজ্ঞা বা নাম বাচক বিশেষ্য (Proper Noun): যে পদ দ্বারা ব্যক্তি, ভৌগোলিক স্থান বা সংজ্ঞা এবং গ্রন্থ বিশেষের নাম বিজ্ঞাপিত হয়, তাকে সংজ্ঞা বা নাম বাচক বিশেষ্য বলে। যেমন-
• ব্যক্তির নাম: সারা, কনিকা, শিলা, মাসুদ, দেলোয়ার প্রভৃতি।
• ভৌগোলিক অস্থানের নাম: কিশোরগঞ্জ, পটুয়াখালী, ঢাকা, আমেরিকা, লন্ডন প্রভৃতি।
• ভৌগোলিক সংজ্ঞা: (নদী, পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদি): করতোয়া, মেঘনা, হিমালয়, আরব সাগর প্রভৃতি।
• গ্রন্থের নাম: কৃষ্ণকুমারী, অগ্নি-বীণা, গীতাঞ্জলি, পথের দাবী, সঞ্চিতা, সঞ্চয়িতা, বিশ্বনবী প্রভৃতি।

২. জাতিবাচক বিশেষ্য (Common Noun): যে পদ দ্বারা কোনো একজাতীয় প্রাণী বা পদার্থের সাধারণ নাম বোঝায়, তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন- মানুষ, গরু, পাখি, পর্বত, নদী, ইংরেজ প্রভৃতি।

৩. বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য (Material Noun): যে পদে কোনো উপাদানবাচক পদার্থের নাম বোঝায়, তাকে বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য বলে। এই জাতীয় বস্তুর সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। যথা— বই, খাতা, কলম, থালা, বাটি, মাটি, চাল, চিনি, পানি, লবণ প্রভৃতি।

৪. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (Collective Noun): যে পদে ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি বোঝায়, তা-ই সমষ্টিবাচক বিশেষ্য। যথা— সভা, জনতা, সমিতি, সমাজ, পঞ্চায়েত, মিছিল, ঝাঁক, বহর, দল ইত্যাদি।

৫. ভাববাচক বিশেষ্য (Verbal Noun): যে বিশেষ্য পদে কোনো ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যথা- যাওয়ার ভাব বা কাজ = গমন।
তদ্রুপ : ভোজন, শয়ন, দর্শন, দেখা, শোনা প্রভৃতি।

আবার ধাতুর বা প্রাতিপদিকের পর 'আই' প্রত্যয় যুক্ত করে ভাববাচক বিশেষ্য গঠিত হয়। √ চড়ু + আই = চড়াই, বড় + আই = বড়াই ইত্যাদি।

৬. গুণবাচক বিশেষ্য (Abstract Noun): যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো বস্তুর দোষ বা গুণের নাম বোঝায়, তা-ই গুণবাচক বিশেষ্য। যথা- মধুর মিষ্টত্বের গুণ = মধুরতা। তদ্রুপ : সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন, তারুণ্য, তারল্য, তিক্ততা, সুখ, দুঃখ, উৎকর্ষ ইত্যাদি।

26.'ন্যাকামিটা এখন রাখ' বাক্যে 'ন্যাকামি' শব্দের সাথে 'টা' যুক্ত হয়ে কোন অর্থ প্রকাশ পেয়েছে?

a. সার্থকতা

b. নিরর্থকতা

c. ব্যর্থতা

d. ভিন্নার্থকতা

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: নিরর্থকতা।

পদাশ্রিত নির্দেশকের ব্যবহার:
(ক) 'এক' শব্দের সঙ্গে টা, টি, যুক্ত হলে অনির্দিষ্টতা বোঝায়।
যেমন
- একটি দেশ, সে যেমনই হোক দেখতে। কিন্তু অন্য সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে টা, টি যুক্ত হলে নির্দিষ্টতা বোঝায়।
যেমন: তিনটি টাকা, দশটি বছর।

(খ) নিরর্থকভাবেও নির্দেশক টা, টি-র ব্যবহার লক্ষণীয়।
যেমন:
- সারাটি সকাল তোমার আশায় বসে আছি।
- ন্যাকামিটা এখন রাখ।

(গ) নির্দেশক সর্বনামের পরে টা, টি যুক্ত হলে তা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়।
যেমন:
- ওটি যেন কার তৈরি?
- এটা - নয় ওটা আন।
- সেইটেই ছিল আমার প্রিয় কলম।

27.'ছাতা দিয়ে মাথা রক্ষা' বাগধারাটির অর্থ কি?

a. সম্মান রক্ষা করা

b. সামান্য উপকার

c. স্বার্থপর হওয়া

d. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: সম্মান রক্ষা করা।

• ছাতা দিয়ে মাথা রাখা
১. মাথায় ছাতা ধরিয়া রৌদ্র বৃষ্টি হইতে মাথা বাঁচান।
২. আশ্রয় বা অর্থ সাহায্য দ্বারা মান রক্ষা করা।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা অনুসারে -
• ছাতা দিয়ে মাথা রাখা
অর্থ - বিপদে সাহায্য করা।
উদাহরণ বাক্য - তিনি ছাতা দিয়ে আমার মাথা রেখেছেন, আমি তাঁর প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।

উল্লেখ্য - ‘ছাতাদিয়ে মাথা রাখা’ এবং 'ছাতা দিয়ে মাথা রক্ষা' বাগধারা দুটি প্রায় একই অর্থ প্রকাশক। তাই কাছাকাছি উত্তর হিসেবে অপশন ‘ক’ গ্রহণ করা হলো।

28.কোনটি নিলীন বর্ণ?

a. অ

b. আ

c. ই

d. ও

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: অ।

'অ' নিলীন বর্ণ:
- 'অ' কোনো বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে দেখা যায় না।
- কারণ 'অ'-এর কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ নেই।
- কিন্তু 'অ' ছাড়া বাকি স্বরধ্বনিগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপ আছে বলে সেগুলো কোনো বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে দেখা যায়।
যেমন :
কর = কর্ + অ ('অ') দেখা যায় না।
আবার, করা = কর্ + আ ('আ' দেখা যায়।
- অর্থাৎ 'অ' অন্য বর্ণের সঙ্গে লুকিয়ে থাকতে পারে বা নিঃশেষে লীন হয়ে থাকতে পারে বলে নিলীন বর্ণ ।

• আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:
- স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে 'কার' বলে।
- স্বরবর্ণে মোট কার আছে ১০টি।
- ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে ফলা বলে।
- ব্যঞ্জনবর্ণে মোট ফলা আছে মোট ৬ টি।

29.'জলে ফেলা' বাগধারাটির অর্থ কি?

a. সুপাত্রে পড়া

b. জলের নিত্য ব্যবহার

c. অপচয় করা

d. বিপদে পড়া

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: অপচয় করা।

"জলে ফেলা" বাগধারাটির অর্থ হলো কোন কিছু বা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নষ্ট বা বিনাশ করা।
এটি ব্যবহার করা হয় যখন কোন প্রকল্প বা কাজ পূর্ণাঙ্গ ভাবে ব্যর্থ হয় বা ধ্বংস হয়।
এই অর্থ বিশেষত "অপচয় করা" অপশনের সাথে মিলে যায়।

উদাহরণ হিসেবে, যদি কেউ একটি প্রকল্পে প্রচুর সময় এবং প্রচেষ্টা ব্যয় করে, কিন্তু প্রকল্পটি শেষ পর্যায়ে ব্যর্থ হয়ে যায়, তবে আমরা বলতে পারি যে তিনি তার সমস্ত প্রচেষ্টা জলে ফেলেছেন।

30.'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়' বাক্যে রাজায় রাজায় কোন ধরনের কর্তৃকারক?

a. প্রযোজ্য কর্তা

b. ব্যতিহার কর্তা

c. সাধন কর্তা

d. উক্ত কর্তা

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: ব্যতিহার কর্তা।

• কর্তৃকারক বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদনের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চার প্রকার হয়ে থাকে।
যথা
-মূখ্য কর্তা
- প্রযোজক কর্তা
- প্রযোজ্য কর্তা
- ব্যতিহার কর্তা

• ব্যতিহার কর্তা :
- কোনো বাক্যে দুটো কর্তা একত্রে একজাতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাদের ব্যতিহার কর্তা বলে।
যেমন: রাজায়-রাজায় লড়াই, বাঘে-মহিষে একঘাটে জল খায়।

31.'সত্য মিথ্যা' ভাবানুবাদ উপন্যাসের লেখক কে?

a. আলাউদ্দিন আল আজাদ

b. আবু রুশদ

c. আবুল মনসুর আহম্মেদ

d. আবুল ফজল

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: আবুল মনসুর আহম্মেদ।

• আবুল মনসুর আহমদ:
আবুল মনসুর আহমদ সাংবাদিক, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক।
- ১৮৯৮ সালে ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন।
- আবুল মনসুর আহমদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকলেও বিদ্রুপাত্মক রচনার লেখক হিসেবেই তিনি সমধিক পরিচিত।

• আবুল মনসুর আহমেদ রচিত গল্পগ্রন্থ:
- ফুড কনফারেন্স
- আয়না,
- আসমানী পর্দা।

• তাঁর রচিত উপন্যাস:
- সত্য মিথ্যা,
- জীবনক্ষুধা,
- আবে হায়াত।

আত্মচরিত:
- আত্মকথা

32.‘ইতর বিশেষ’ - বাগধারাটির অর্থ কী?

a. পার্থক্য

b. পক্ষপাতিত্ব

c. ভালো - মন্দ

d. গুরুত্বহীন

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: পার্থক্য।

• ইতর বিশেষ' বাগধারাটির অর্থ - প্রভেদ বা পার্থক্য।

• আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা:
- 'খয়ের খাঁ' বাগধারাটির অর্থ - তোষামোদকারী।
- ঢেঁকি অবতার বাগধারাটির অর্থ - নিষ্কর্মা ও নির্বোধ লোক।
- 'গৌরচন্দ্রিকা' বাগধারাটির অর্থ - ভূমিকা।
- 'গোঁফ খেজুরে' বাগধরার অর্থ - অত্যন্ত অলস।

33.‘পথের শেষ কোথায়' গ্রন্থটি কার লেখা?

a. বুদ্ধদেব বসু

b. আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

c. আবু সায়ীদ আইয়ুব

d. প্রমথ চৌধুরী

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: আবু সায়ীদ আইয়ুব।

• আবু সয়ীদ আইয়ুব:
- আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬-১৯৮২) বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিক।
- কলকাতায় ওয়েলেসলি স্ট্রিটে পিতামহের বাড়িতে তাঁর জন্ম।
- বাংলা সাহিত্যে আবু সায়ীদ আইয়ুবের অবদানের প্রধান ক্ষেত্র হল প্রবন্ধ।
- তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধকে একটি গভীর ও পরিপূর্ণ রচনা রূপ দেন।
- তাঁর প্রবন্ধগুলিতে দার্শনিক চিন্তা, সমাজ-রাজনীতির বিশ্লেষণ এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির গভীর পর্যবেক্ষণ পাওয়া যায়।
- রবীন্দ্রনাথ, গালিব প্রভৃতি কবিদের কাজ সম্পর্কে তাঁর গভীর বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- সাহিত্য চর্চাকে তিনি উন্নীত করে তুলেছেন তাঁর সূক্ষ্ম প্রবন্ধরচনার মাধ্যমে।

তাঁর প্রবন্ধ:
- বুদ্ধিবিভ্রাট ও অপরোক্ষানুভূতি,
- সুন্দর ও বাস্তব,
- পথের শেষ কোথায়।

তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ:
- আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ।

- আবু সয়ীদ আইয়ুব ১৯৬৯ সালে ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’, ১৯৭০ সালে দিল্লির ‘সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার’ এবং ১৯৭১ সালে বিশ্বভারতীর ‘দেশিকোত্তম’ উপাধি লাভ করেন।
- ১৯৮০ সালে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট তাঁকে ‘রবীন্দ্র তত্ত্বনিধি’ উপাধি প্রদান করে। - ১৯৮২ সালের ২১ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

উল্লেখ্য, [মূল প্রশ্নে লেখকের নাম আবু সায়ীদ আইয়ুব বলা আছে আর বাংলাপিডিয়া তে আবু সয়ীদ আইয়ুব দেওয়া আছে]

34.‘অনু’ এবং ‘অণু’ - এই শব্দ দুটির মধ্যে তফাত কোন ক্ষেত্রে?

a. বানানে

b. উচ্চারণে

c. অর্থে

d. বানানে ও অর্থে

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: বানানে ও অর্থে।

• অনু' এবং 'অণু' এই শব্দ দুটির মধ্যে বানান ও অর্থের পার্থক্য রয়েছে।

• অনু (অব্যয়):
- সংস্কৃত শব্দ।
- প্রকৃতি প্রত্যয় = √অন্+উ,
অর্থ:
- অনুরূপ, অনুযায়ী,
- পশ্চাৎ, পেছন দিক।

• 'অণু' (বিশেষ্য):
- সংস্কৃত শব্দ।
- প্রকৃতি প্রত্যয় = √অণ্+উ,
অর্থ:
- মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যা ভাগ করলে সেই পদার্থের গুণ লুপ্ত হয়।

35.'রতন' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গল্পের একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র?

a. অতিথি

b. রবিবার

c. ছুটি

d. পোস্টমাস্টার

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: পোস্টমাস্টার।

⇒ পোস্টমাস্টার:
- পোস্টমাস্টার ছোটগল্পটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার ছোটগল্পগুলোর অন্যতম।
- একটি স্বজনহারা নিঃসহায় গ্রাম্য বালিকার স্নেহালোলুপ হৃদয়ে আসন্ন স্নেহবিচ্যুতির আশঙ্কায় কী সকরুণ ভাবাবেগ উদ্বেলিত হয়েছে তা গল্পের শেষাংশে প্রতিফলিত হয়েছে এবং পাঠকের হৃদয়ে তা অনুরণিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে।
- এই ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রতন।

36.'সদ্যোজাত' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

a. সৎ + জাত

b. সদ্যো + জাত

c. সদ্যঃ + জাত

d. সদ্য + জাত

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: সদ্যঃ + জাত।

• অ-কারের পরস্থিত স-জাত বিসর্গের পর ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি, নাসিক্য ধ্বনি কিংবা অন্তঃস্থ য, অন্তঃস্থ ব, র, ল, হ থাকলে অ-কার ও স-জাত বিসর্গ স্থলে ও-কার হয়।
যেমন:
- সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত,
- তিরঃ + ধান = তিরোধান,
- মনঃ + রম = মনোরম,
- মনঃ + হর = মনোহর,
- তপঃ + বন = তপোবন ইত্যাদি।

37.'গিরিসংকট' শব্দের অর্থ কি?

a. পর্বতের গিরি

b. পর্বত

c. পার্বত্য বন্ধুরতা

d. পর্বত শ্রেণির মধ্যবর্তী সংকীর্ণ নিচু জায়গা

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: পর্বত শ্রেণির মধ্যবর্তী সংকীর্ণ নিচু জায়গা।

গিরিসংকট (বিশেষ্য)
- সংস্কৃত শব্দ
- প্রকৃতি প্রত্যয় = গিরি + সংকট

38.'সত্য বই মিথ্যে বলবো না' এখানে 'বই' শব্দটি কী?

a. উপসর্গ

b. পাঠ্যদান

c. প্রত্যয়

d. অনুসর্গ

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: অনুসর্গ।

অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ: বাংলা ভাষায় যে অব্যয় শব্দগুলো কখনো স্বাধীন পদ রূপে, আবার কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে, সেগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে।

প্রশ্নোল্লিখিত বাক্যে 'বই' শব্দটি সত্য এবং মিথ্যার সাথে সম্পর্ক প্রকাশের মাধ্যমে অর্থ প্রকাশে সাহায্য করেছে।
- তাই 'বই' শব্দটি অনুসর্গ।

39.'কণ্ঠস্বর' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন -

a. সিকান্দার আবু জাফর

b. আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

c. রফিক আজাদ

d. আবদুল মান্নান সৈয়দ

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

- ১৯৬৫ সালে আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'কণ্ঠস্বর' পত্রিকা।
- এটিতে তৎকালীন সময়ের মুক্তিপ্রয়াসী লেখকদের সমাদর করা হতো।
- আবদুল কাদির, জ্যোতিপ্রকাশ ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য যথাক্রমে জয়তী, কালবেলা ও পূর্বাশা পত্রিকা সম্পাদনা করতেন।

40.'সন্ধি’ ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

a. ধ্বনিতত্ত্বে

b. অর্থতত্ত্বে

c. বাক্যতত্ত্বে

d. রূপতত্ত্বে

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: ধ্বনিতত্ত্বে।

'সন্ধি' ধ্বনিতত্ত্বে আলোচিত হয়।
এছাড়া, ধ্বনি, ধ্বনির উচ্চারণ, ধ্বনি পরিবর্তন, ণ-ত্ব বিধান, ষ-ত্ব বিধান প্রভৃতি ধ্বনি তত্ত্বে আলোচিত হয়।

41.কাজী নজরুল ইসলাম রচিত উপন্যাস নয় কোনটি?

a. শিউলিমালা

b. বাঁধন হারা

c. মৃত্যুক্ষুধা

d. কুহেলিকা

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: শিউলিমালা।

- কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গল্পগ্রন্থ ''শিউলিমালা''।
- এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে।

এর গল্পগুলো হলোঃ
- পদ্ম-গোখরা,
- জিনের বাদশা,
- অগ্নি গিরি,
- শিউলিমালা।

42.মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ

a. গায়েপড়া

b. কানেখাটো

c. হাতেখড়ি

d. সেতার

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: হাতেখড়ি।

'হাতেখড়ি' পদলোপী বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ। অপশন অনুযায়ী কাছাকাছি উত্তর হিসেবে 'হাতেখড়ি' নেয়া হয়েছে।

• পদলোপী বহুব্রীহি:
- যে বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্য থেকে এক বা একাধিক পদ লোপ পায়, তাকে পদলোপী বহুব্রীহি বলে।
যেমন:
চিরুনির মতো দাঁত যার = চিরুনদাঁতি,
হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি ।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস:
- কিছু কর্মধারয় সমাসে সমস্যমান পদের মধ্যবর্তী এক বা একাধিক পদ লোপ পায়। এগুলো মধ্যপদলোপী কর্মধারয় নামে পরিচিত। যেমন -
- ঘি মাখানো ভাত = ঘিভাত,
- হাতে পরা হয় যে ঘড়ি = হাতঘড়ি,
- হাতে খড়ি হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি

- ঘরে আশ্রিত জামাই = ঘরজামাই,
- বিজয় নির্দেশক পতাকা = বিজয়-পতাকা।

43.'কাছা ঢিলা' বাগধারাটির সঠিক অর্থ কোনটি?

a. নির্জীব

b. সহজেই বিশ্বাসপ্রবণ

c. অসাবধান

d. সামান্য

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: অসাবধান।

'কাছা ঢিলা' বাগধারাটির অর্থ - অসাবধান।

অন্যদিকে,
কাঠের পুতুল - নির্জীব
কান পাতলা - সহজেই বিশ্বাসপ্রবণ
কেউকেটা - সামান্য

44.'আকাশলীনা' কাব্য কার লেখা?

a. কাজী নজরুল ইসলাম

b. আল মাহমুদ

c. জীবনানন্দ দাশ

d. শামসুর রাহমান

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: জীবনানন্দ দাশ।

'আকাশলীনা' কবিতাটির রচয়িতা জীবনানন্দ দাশ।
- কবিতাটি 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

45.'দুঃখ' কোন প্রকার বিশেষ্য পদ?

a. সংজ্ঞাবাচক

b. গুণবাচক

c. ভাববাচক

d. জাতিবাচক

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: গুণবাচক।

যে বিশেষণ দ্বারা কোনো বস্তুর দোষ বা গুণের নাম বোঝায় তাকে গুণবাচক বিশেষ্য বলে।
যেমন- মধুরতা, তারল্য, তিক্ততা, সৌরভ, যৌবন, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি।

46.'অল্পপ্রাণ' যে সমাসের উদাহরণ -

a. দ্বন্দ্ব

b. তৎপুরুষ

c. উপপদ তৎপুরুষ

d. বহুব্রীহি

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: বহুব্রীহি।

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে কোন নতুন অর্থ প্রকাশ করে তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।
যেমন:
- অপ্রমেয় - পরিমাণ মাপা যায় না যার
- অল্পপ্রাণ - অল্প (হাল্কা) প্রাণ যার
- বান্ধবসহ বর্তমান; বান্ধবদের সঙ্গে = সবান্ধব,
- মহান আত্মা যার = মহাত্মা ,
- ঊর্ণ নাভিতে যার = ঊর্ণনাভ,
- সমান কর্মী যে = সহকর্মী,
- নীল অম্বর যার = নীলাম্বর।

47.'সন্তরণ' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হলো-

a. সন্তোরন

b. শন্ তরোন্

c. শন্ তরন্

d. সন্তোরোন্

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: শন্ তরন্।

সন্তরণ (বিশেষ্য)
- উচ্চারণ: শন্তরন্
প্রকৃতি প্রত্যয় = সম্+√তৃ+অন
অর্থ: সাঁতার

48.নিচের পত্রিকাগুলো মধ্যে যেটি ব্যতিক্রমধর্মী -

a. প্রগতি

b. কালিকলম

c. সীমান্ত

d. পূর্বাশা

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: সীমান্ত।

প্রগতি, কালিকলম, পূর্বাশা - এই পত্রিকাগুলো বাংলা সাহিত্যের বিকাশে অবদান রেখেছিলো।

সীমান্ত পত্রিকাটি বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের সমর্থক পত্রিকা ছিলো।
- ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যায় সীমান্ত পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' শিরোনামে একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন।

49.বিশ শতকের ষাটের দশকের কবিদের জন্য প্রাসঙ্গিক -

a. অনির্দেশ্য সৌন্দর্যচেতনা

b. রূপক - প্রতীকের আড়াল

c. নির্ভীক সত্যপ্রকাশ

d. বিবিক্ত সমাজচেতনা

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: নির্ভীক সত্যপ্রকাশ।

ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজনৈতিক যুগচেতনা এতটা প্রাধান্য পায় যে, কবি-সাহিত্যিককে প্রগতিচেতনার দ্বারস্থ হতে হয়। ঊনসত্তরের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক গণজাগরণ তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যেমন কবিতায় তেমনি গণসংগীত রচনায়।

কবিতা অনেকাংশে সরে আসে অর্থহীন শব্দচয়নের চৌখুপি থেকে, বলিষ্ঠ জীবনচর্চা তাদের ডাক পাঠায় জীবনের ধন রক্তের মূল্যে অর্জন করার জন্য। ফিরে আসে পলাশ-কৃষ্ণচূড়ার চেতনা-উদ্দীপক বাহার কাব্যভুবনে।
পাকিস্তানি সহমর্মিতার প্রলেপ ঝরে পড়তে থাকে। কবিদের সংখ্যাগুরু অংশের শ্রুতিতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে ঘরে ফেরার ডাক। নব্য ভূখ-ভিত্তিক কথিত জাতীয়তার টান তাদের ধরে রাখতে পারে না। রাজপথ-মেঠোপথ একই চেতনার রঙে রঞ্জিত হতে থাকে। এ-সময় কবিতা নতুন চেতনায় ভর করে বলিষ্ঠ উচ্চারণে পথ চলতে থাকে।
সত্তরের দামামা বাজার পূর্বাহ্নে এদেশের কবিতায় এমন ঘণ্টাধ্বনিও শোনা গেছে আবার 'সমাজমানসের মৃদুতম পরিবর্তন কবিতার শরীরে অনুভূত হয়ে' প্রকাশ পেয়েছে। এভাবে ষাটের দশকের কবিতা বিচিত্র-ভাব প্রকাশের পথ ধরে চলেছে। তবে একথাও ঠিক যে, এই বিচিত্র-ভাবনা ও অবস্থান থেকেও ষাটের দশকের একেবারে শেষদিকে বাংলাদেশের কবিতার অংশবিশেষ রক্তচিহ্নিত পাথরটাকে ছুঁয়ে গেছে, জাতিসত্তার সম্মানে একমুঠো ঘাসফুল নিয়ে। সেখানে মানবিক চেতনার প্রকাশই বড় হয়ে থেকেছে।

অর্থাৎ, বিশ শতকের ষাটের দশক কবিদের নির্ভীক সত্যপ্রকাশের চেতনাকে প্রাসঙ্গিকভাবে ফুটিয়ে তোলে।

50.'তোমাকে দিয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে, তা আশা করা যায়নি।' বাক্যটি যে বাচ্যের উদাহরণ -

a. কর্তৃবাচ্য

b. ভাববাচ্য

c. কর্মকর্তৃবাচ্য

d. কর্মবাচ্য

Show Answer Show Explanation

Explanation:
উত্তর: ভাববাচ্য।

ভাববাচ্যঃ
যে বাচ্যে কর্ম থাকে না এবং বাক্যে ক্রিয়ার অর্থই বিশেষভাবে ব্যক্ত হয় তাকে ভাববাচ্য বলে।
যেমন -
- আমার খাওয়া হলো না।
- আমাকে এখন যেতে হবে।
- এ পথে চলা যায় না।
- এ রাস্তা আমার চেনা নেই।
- এ ব্যাপারে আমাকে দায়ী করা চলে না।
- তোমার দ্বারা এ কাজ হবে না।
তেমনিভাবে,
- তোমাকে দিয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে, তা আশা করা যায়নি।

Helpline: 01329672052

© 2024 P2A All rights reserved